ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩৯৮৬
আগরতলা,৭ মার্চ,২০২০

দিল্লিতে রাজ্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাৎ

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ নয়াদিল্লিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রুমে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট (আই সি পি) স্থাপনের অনুমোদনের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। ত্রিপুরায় বাংলাদেশের সঙ্গে ৮৫৬ কিলোমিটার দীর্ঘ আন্তর্জাতিক সীমান্ত থাকায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রসারের একটা বিরাট সুযোগ রয়েছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে বাণিজ্যের পরিমাণ যেখানে ছিল ৪.১২ কোটি টাকা তা ২০১৮-১৯ সালে বৃদ্ধি পেয়ে গিয়ে দাঁড়ায় ৫৩৭.০৮ কোটি টাকায়। ২০২০ সালের মার্চ মাসের মধ্যে ফেণী নদীর উপর সেতু নির্মাণের কাজ শেষ হলে সাব্রুমের মধ্য দিয়ে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। সাব্রুম ইতিমধ্যেই ব্রডগেজ রেলওয়ে লাইন এবং ৮ নং জাতীয় সড়কের মাধ্যমে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সবকয়টি রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। সাব্রুম উত্তর-পূর্বাঞ্চলের গেটওয়েতে রূপান্তরিত হবে। তাই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সাব্রুমে বাণিজ্যের জন্য পরিকাঠামো তৈরি করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

সাব্রুমে আই সি পি নির্মাণ হলে অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে একটা নতুন দিগন্ত খুলে যাবে। কাঁচামাল এবং উৎপাদিত সামগ্রীর মূল্য অনেক কমে যাবে এবং বাণিজ্যের পরিমাণও প্রতি বছর ২০০০ কোটি টাকা গিয়ে দাঁড়াবে বলে আশা করা হচ্ছে। গ্যাসভিত্তিক, রাবার ভিত্তিক, বস্ত্র এবং সার কারখানার মতো বড় শিল্প কারখানা স্থাপনের সুযোগ খুলে যাবে। সাব্রুমে একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (সেজ) স্থাপনের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করা হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রস্তাবিত আই সি পি-র থেকে মাত্র ১.৫ কিলোমিটার দূরে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে ওঠছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট স্থাপনে অনুমোদন দেওয়ার এবং জমি অধিগ্রহণ ও পরিকাঠামো উন্নয়নে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের বিষয়টি বিবেচনা করে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এছাড়াও অসামরিক বিমান পরিবহণ এবং আবাসন ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও রাজ্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়। যে সমস্ত বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে পি এম এ ওয়াই (আর্বান) প্রকল্পে অবশিষ্ট ৮২ কোটি টাকা মঞ্জুর, স্বচ্ছ ভারত মিশনে (আর্বান) ইন্ডিভিজুয়েল হাউজহোল্ড লেট্রিন নির্মাণে ১৩.৪ কোটি টাকা, লাইট হাউজ প্রোজেক্টে কেন্দ্রীয় সহায়তার পরিমাণ বৃদ্ধি, কলকাতা-কৈলাসহর রুটে বিমান চালানো, গন্ডাছড়ার নারকেলকুঞ্জ হেলিপ্যাড নির্মাণের বিষয় খতিয়ে দেখার জন্য পর্যবেক্ষক দলের সফর ইত্যাদি। কেন্দ্রীয়মন্ত্রী এসব বিষয়ে মন্ত্রকের পক্ষ থেকে পূর্ণ সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন।

*****